দৈনিক বাংলা

তারিখ 2।৮।৮১
পৃষ্ঠা... ... কলাম...

৬১৫ 090

প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ সংশোধনের বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছেঃ প্রধানমন্ত্রী

কুষ্টিয়া, ১লা মার্চ (বাসস)— প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন যে সরকার ১৯৮১ সালের প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ আরো সংশোধনের বিষয় বিবেচনা করছে।

তিনি বলেন সরকার ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এলাকার প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য করার উপযোগী করে অধ্যাদেশ সংশোধনীর বিষয় বিবেচনা করছে।

প্রধানমন্ত্রী আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক, গ্রাম সরকার প্রধান, ইউনিয়ন পরিষদ কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের প্রতিনিধি জেলার সকল থানা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান এবং বিএনপির থানা ইউনিটগুলোর সভাপতি ও সম্পাদকদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী সৈয়দ মাসুদ রুমীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় জেলার এমপিরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীদের মত বেতন, ভাতা, পেনশন, গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন। সরকারী কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধি প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করার পূর্বের সময়কার জন্য শতকরা ৫০ ভাগ পেনশন দানের বিষয়ও সরকার বিবেচনা করছেন। তিনি বলেন এখন প্রাথমিক শিক্ষকদের কাজে যোগ না দেয়ার কোন কারণ নেই। তাদের সকল ন্যায়সঙ্গত দাবীই পূরণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে, বিশেষ করে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের ফলে ৮০ লাখ ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার বিরাট ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের শতকরা ৪০ ভাগের বেশী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে।

তিনি বলেন প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং সরকার এ দায়িত্ব পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এবং রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম পৌরসভাসহ, প্রত্যেক মহকুমার স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ একই ভাবে গঠিত হবে। তিনি বলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অধ্যাদেশ জারীর পূর্ব মুহূর্তে প্রযোজ্য শর্তেই সরকারী কর্মচারী হিসেবে কাজ করে যাবেন।

শাহ আজিজ আশা প্রকাশ করেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দেশের ৬৮ হাজার গ্রামে সার্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল সরকারী কর্মচারী হিসেবেই নন, সেবক হিসেবেও কাজ করবেন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান। তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি কালবিলম্ব না করে পুনরায় কাজে যোগদান এবং জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে সমাজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আবেদন জানান। তিনি সমাজের নেতা ও অভিভাবকদের প্রতিও প্রাথমিক শিক্ষকদের অবিলম্বে কাজে যোগ-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

দানে সম্মত করানোর প্রচেষ্টা চালাতে অনুরোধ জানান।

তথ্য দফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ঃ সংস্থাপনমন্ত্রী জনাব মাজেদুল হক আজ শালিখা ও মাগুরা থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, প্রাথমিক শিক্ষক ও স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে পুনরুল্লেখ করেন যে প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী থাকবেন এবং আগের মতই সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

তিনি বলেন, সরকার দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিক্ষা উন্নয়নের উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে সরলমনা প্রাথমিক শিক্ষকরা কিছু সংখ্যক স্বার্থশিকারীর প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে ধর্মঘট করছেন।

মন্ত্রী বলেন সরকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী। সুতরাং সরকার সকল তৎপরতায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জড়িত করতে চান এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে মহকুমা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে এ কর্তৃপক্ষ তাদের সমস্যা সমাধান করতে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবেন। তিনি ধর্মঘটী শিক্ষকদের প্রতি দেশের ৮০ লাখ শিশুর ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে ও জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে কাজে যোগদানের আহ্বান জানান। তিনি আশ্বাস দেন যে যারা কাজে যোগ দেবেন সরকার তাদের রক্ষা করবেন।